আর·ডি·বনশল
নিবেদিত

জেনিথ্ পিকচার্সের

বিভাস

বিভাস

স্বর্গীয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে
এই চিত্রখানি উৎসর্গ করা হ'ল।

আর. ডি. বনশল নিবেদিত

জেনিথ পিক্‌চার্সের অবদান

সমরেশ বসুর 'অচিনপুরের কথকতা' অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়**

প্রযোজনা : **কালীপদ দত্তগুপ্ত, এস. আর. নাথানী, জি. আর. জালান**

পরিচালনা : **বিনু বর্ধন**

সংগীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

রবীন্দ্র সংগীত তত্ত্বাবধান : **অনাদি ঘোষ দস্তিদার**

আলোক চিত্র : বিজয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশ : কার্তিক বসু
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
শব্দ গ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
বহির্দৃশ্যে : সমর বোস ও সুজিত সরকার
চিত্রপরিস্ফুটন : আর. বি. মেহতা
স্থির চিত্র : পিকস্ ষ্টুডিও

গীত রচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
কণ্ঠ সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
যন্ত্র-সংগীত : সুর ও শ্রীঅর্কেস্ট্রা
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
ব্যবস্থাপনা : সুধীর রায় ও সুদীপ মজুমদার

দৃশ্যাঙ্কন : আর. আর. সিন্ধে
প্রচার সচিব : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

আর. জি. মোদী, টুলু রায় চৌধুরী, রথীন দাস, ভবানীপুর ইলিশিয়ান ক্লাব

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত।
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ চিত্র পরিস্ফুটিত।

বিশ্বপরিবেশনায় : **আর. ডি. বি. এণ্ড কোং।**

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা : বিশু ব্রহ্ম, কণক চক্রবর্তী ও গোপাল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা : রবীন সেন
সাজসজ্জা : দাশরথি দাশ

সংগীত পরিচালনা : সমরেশ রায় ও নিখিল চ্যাটার্জী
আলোক চিত্র : পঙ্কজ দাস, সুখেন দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনা : মদন দাশ, হরি সরকার
রূপসজ্জা : পাঁচু দাশ

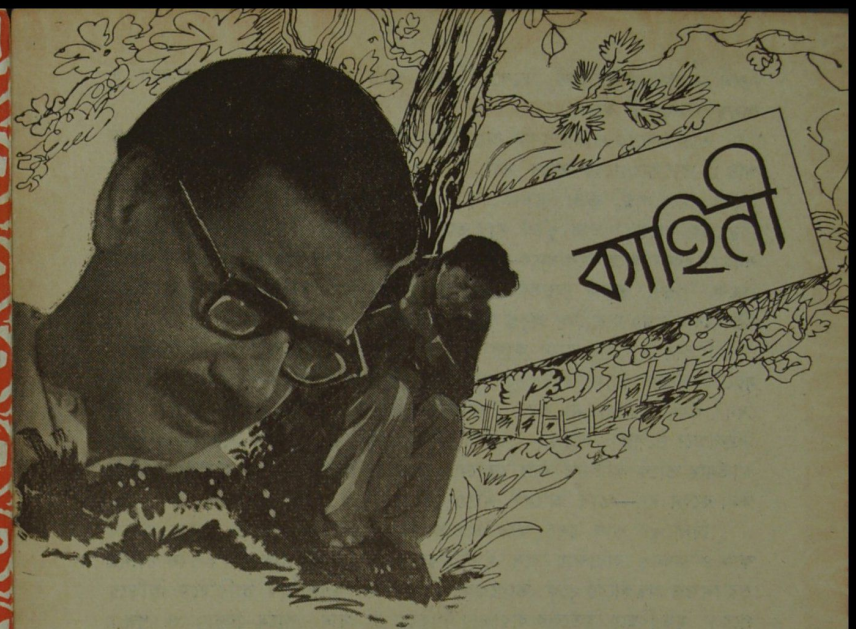

প্রকৃতির অপরূপ সুষমামণ্ডিত অচিনপুর। সহজ সরল গ্রামবাসীর সাথে একাত্ম হয়ে মিশে রয়েছে স্বার্থান্ধ মানুষের ভোগলিপ্সা। তাই বুঝি ছায়াশীতল পল্লীর বুকে দেখা দেয় বিরাট আলোড়ন,—অচিনপুরের নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদের মাঝে কুচক্রী দানবের অট্টহাসি ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

গ্রামবাসীদের বিস্মিত করে অচিনপুরের পথে একদিন দেখা দিল অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে এগিয়ে চলে। নানারূপ প্রশ্নের মাঝেও সে নির্বিকার। রাস্তার পার্শ্বে যুবক থমকে দাঁড়ায়।

'কে ওখানে?'—গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে। উপস্থিত গ্রামবাসীরা সচকিত হয়ে ওঠে। যুবক সে দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় এক সাইনবোর্ড:

অচিনপুর ঔষধালয়

ডাঃ তারকেশ্বর রায়, এল. এম. এফ.,
আঁচনা

দীর্ঘাকৃতি তারকেশ্বর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তীব্র দৃষ্টিতে যুবকের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করেন।

'কি চাই?'—তারকেশ্বর প্রশ্ন করেন।

'বাঁচতে চাই,—তিন দিন খাইনি'—যুবক জবাব দেয়।

'তোমার নাম?'

'বিভাস রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।'

তারকেশ্বর ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভাবেন,—তাকে ডেকে নিয়ে ভিতরে যান। নানারূপ প্রশ্ন করেন তিনি। বিভাসের সহজ ও স্পষ্ট জবাবে তারকেশ্বর প্রীত হন।

তিনি তাকে কম্পাউণ্ডার হিসেবে নিযুক্ত করে নিজের বাড়ীতেই আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

তারকেশ্বরের প্রাসাদোপম অট্টালিকা সংলগ্ন বাইরের ঘরে বিভাস আশ্রয় পায়। রায়পরিবারের সাথে তার পরিচয় গড়ে ওঠে। তারকেশ্বরের পুত্রবধু বিদ্যুৎ, মেয়ে পদ্ম, ভৃত্য বুনো প্রভৃতি যেন অল্পদিনেই নিকটতম হয়ে ওঠে। বিদ্যুতের মাঝে বিভাস খুঁজে পায় তার ফেলে আসা বৌদির স্নেহস্পর্শ। খাবার সময় সে রোজ কাছে বসে থাকে—তার নিত্য প্রয়োজনের সন্ধান নেয়। অলক্ষ্যে থেকে পদ্মও তাকে অনুসরণ করে। বিভাসের উদাসীনতা,—সহজ সরল জীবনবোধ পদ্মর মনে যেন অদৃশ্য অনুরাগের সৃষ্টি করে।

বিভাস নির্বিকার ভাবে কাজ করে। ডাক্তারখানার কর্ম্মচারী রাসু প্রতি-মুহূর্তেই তাকে পরামর্শ দেয়। তারকেশ্বরের কঠোর আদেশ,—মূল্য ছাড়া কাউকে যেন ঔষধ দেওয়া না হয়। অসহায় দরিদ্রের মৃত্যুকাতর যন্ত্রণা তারকেশ্বর বিদ্রুপভরে উপেক্ষা করেন। বিভাস মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যায়—পীড়িতের আর্তনাদ তাকে অভিভূত করে তোলে। তবু সে নিরুপায়। তারকেশ্বর কাউকে ক্ষমা করেন না,—তার আদেশ নীরবে মেনে নিতে হয়।

দিনান্তের কাজ শেষ করে বিভাস তার ছোট্ট ঘরখানিতে আশ্রয় নেয়। কখনও কখনও বারান্দায় বসে গভীর রাত্রে সে একাকী গান গায়। সে গানের সুর নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুকে তারকেশ্বরের রহস্যময় প্রাসাদের চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে গান শোনে বিদ্যুৎ ও পদ্ম। এই প্রাসাদ, এর অধিকর্তা তারকেশ্বর,—একমাত্র পুত্র তাপস,—গৃহকর্ত্রী ভুবন-মোহিনী সবই যেন বিভাসের কাছে রহস্যময় মনে হয়। প্রাসাদে পালিত একদল কুকুর আর রাত্রের বন্দুকের শব্দ তাকে বিস্মিত করে।

বিভাসের কর্মদক্ষতায় তারকেশ্বর খুসী হন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে তার ব্যক্তিগত গোপনীয় কাজগুলির দায়িত্বও বিভাসের উপর অর্পিত হয়। সরল গ্রামবাসীদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তারকেশ্বর কিভাবে তাদের ধনসম্পত্তি আত্মস্যাৎ করেন, বিভাস তা জানতে পারে। বিবেক বিরুদ্ধ হলেও সে নীরবে এ সব সহ্য করে।

কিন্তু বৌদি বিদ্যুতের চোখে সে দেখতে পায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,—সে আগুনের দীপ্তি বিভাসের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে। তারকেশ্বর রায়ের পুত্রবধু অথচ সে যেন কোন অদৃশ্য বেদনায় মুহ্যমান। তাপসের সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। রাসুর সঙ্গে সে মদ খায়,—নির্বোধ, অপদার্থ যুবক! তারকেশ্বর তাপসকে নিজের পুত্র বলে স্বীকৃতি দেন না! স্ত্রী ভুবনমোহিনীকে তিনি নাকি জোর করে বিবাহ করেছিলেন! বিভাস তাকে একদিন দেখেছিলো—সে এক বিষাদ-বিধুরা মাতৃমূর্তি। তিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার মেয়ে পদ্মকে দেখেছ বাবা?' এই একটি প্রশ্নের মাঝেই বিভাস তার জীবনের পরম লাভের সন্ধান পেয়েছিলো। বিদ্যুতের কাছে সে খুলে দেয় তার ব্যথাভরা ইতিহাস। বড়ঘরেই জন্মেছিলো বিভাস। সংসারের কনিষ্ঠ সন্তান,—ছোটবৌদি অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ ভাইদের সম্পত্তি লিপ্সা তাকে গৃহহারা করে দেয়।

তারকেশ্বরের অত্যাচার থেকে শুধু আঁচনাই নয়,—নেদো, পয়ারপুর ও অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও মুক্তি পেতে চায়। যোগেশ ঘোষাল, জনক প্রভৃতি বহুলোকের আকুল আবেদন তারকেশ্বর উপেক্ষা করেন। দেনার দায়ে জনকের বাস্তুভিটে বিভাসের নামে ক্রয় করে জনককে উচ্ছেদ ক'রবার জন্য তারকেশ্বর লাঠিয়াল পাঠান। কিন্তু বাধা এল বিভাসের কাছ থেকে। জনকের বাড়ী তার নামে কেনা হয়েছে,—তাই বিভাসের অনুমতি ভিন্ন জনককে উচ্ছেদ করবার কারও ক্ষমতা নেই। লাঠি-য়ালেরা ফিরে যায়—স্তম্ভিত হয় সমগ্র গ্রামবাসী। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তারকেশ্বর।

* * * * ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন। তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রামবাসী আজ একত্রিত হয়ে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিভাসকে মনোনীত করেছে। চারিদিকে বিরাট উত্তেজনা·····। বিদ্যুৎ ও পদ্ম যেন দিশেহারা হয়ে পরে। নির্বাচনের প্রচার কার্যে শ্বশুরের অপমান বিদ্যুতের কাছে অসহ্য তবুও অলক্ষ্যে সে বিভাসকে আশীর্বাদ জানায়। পদ্ম যেন পাষাণমূর্তি,—তার সব-কিছু বুঝি ভেঙ্গে গেছে,—তথাপি বিভাসের জয়ধ্বনি তাকে যেন কোন অদৃশ্য আলোকের সন্ধান দেয়।

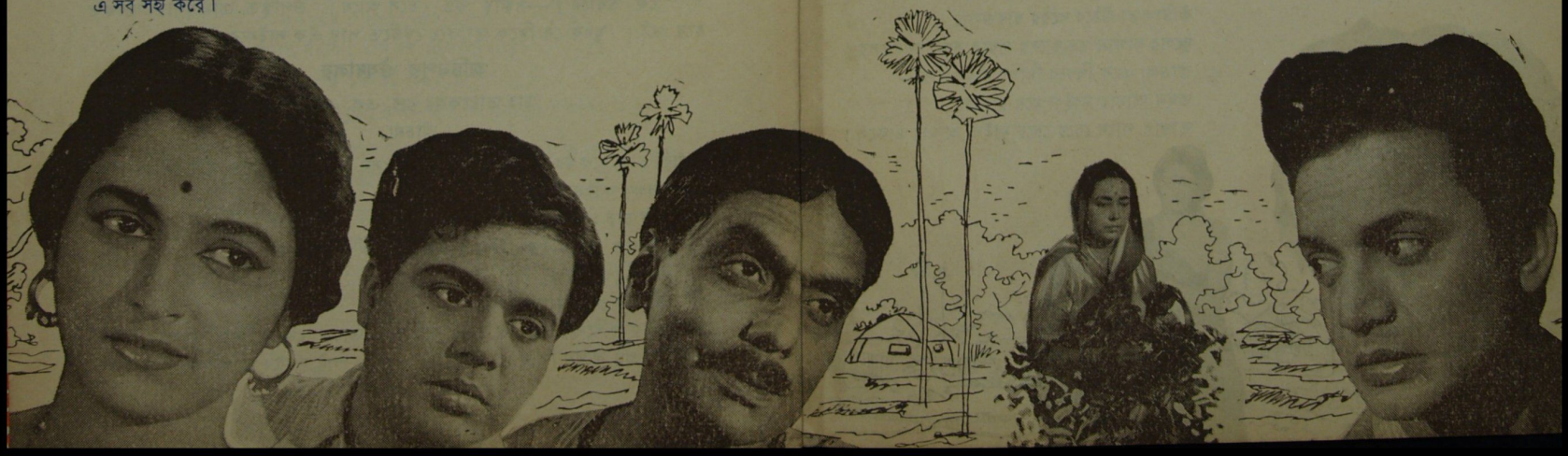

সঙ্গীত

(১)

তারায় তারায় জ্বলুক প্রদীপ
আমার আঁধার সরিয়ে দাও,
বন্ধ ঘরের দুয়ার ভেঙ্গে
আলোয় আমায় ভরিয়ে দাও।
তোমার রথের চাকাগুলো,
আমার পথে ওড়াক ধুলো—
আমায় তুমি ধন্য ক'রে
কণ্ঠে মালা পরিয়ে দাও।
হয়ত তুমি জানোনাগো
তোমার জানার অগোচরে,
দেখবো তোমায় ভেবেই আমার
দৃষ্টি তোমায় ভিক্ষা করে।
যদি দুঃখ কাঁটা বেঁধেই বুকে,
সইবো আঘাত হাসিমুখে—
আমার জীবন মরুর অভিশাপে
একটু সবুজ ছড়িয়ে দাও।

(২)

এতদিন পরে তুমি
গভীর আঁধার রাতে
মোর দ্বারে আজ এলে বন্ধু,
ঠিকানা কোথায় পেলে বন্ধু।
আলোতে তোমায় আমি চেয়েছি
আঁধারের মাঝে দেখা পেয়েছি
ঝড় হ'য়ে আজ তুমি এসেছ
বিদ্যুৎ শিখা জেলে বন্ধু।
এই জীবনে কি আলো জেলে দেবেনা
তব আঁখির প্রদীপ যেন নেভেনা।
মোর পরাণের এই ভাঙ্গা বাঁশিতে
দাও শুধু সুর ঢেলে বন্ধু।

(৩)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।
যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের
শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

● রূপায়নে ●

উত্তমকুমার

অনুভা গুপ্তা ছায়া দেবী

ললিতা চট্টোপাধ্যায়

কমল মিত্র, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ কুমার, গঙ্গাপদ বসু,
জ্ঞানেশ মুখার্জী, অরুণ চৌধুরী, মমতাজ আহমেদ, রসরাজ চক্রবর্ত্তী,
বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, নির্ম্মল সরকার, প্রীতি মজুমদার,
গোপাল চ্যাটার্জী, সুনীল ভট্টাচার্য্য, খগেন পাঠক,
দেবপ্রিয় সোম, বলাই দাস, লাবণ্য সরকার,
মানব ব্রহ্ম, কুমুদ রঞ্জন ঘোষ, দীপক ঘোষ,
দেবব্রত রায়চৌধুরী,
গীতা দে, আশা দেবী, তারা ভাদুড়ী,
উষা দেবী, বেবী রীণা মণ্ডল
ও
আরো অনেকে।

আর· ডি· বনশল
প্রযোজিত

রবীন্দ্রনাথের

নষ্টনীড়

পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়